গল্প অপেক্ষা আহমেদ সাবের

কলেজ থেকে ফিরছে বেনু। মনটা ভীষন খারাপ। উচ্চ মাধ্যমিক টেষ্ট পরীক্ষার রেজাল্ট দিয়েছে। বেনুর আশা ছিল, প্রথম তিন জনের মধ্যে থাকবে, কিন্তু ওর স্থান হয়েছে পনেরো জনের মধ্যে সপ্তম। যে বাংলা নিয়ে ওর এত আশা ছিল এবং ভেবেছিল প্রথম হবে, তাতে হয়েছে তৃতীয়। বাংলার স্যারের সাথে তর্ক করে শেষে কেঁদে টেদে অস্থির।

থানা শহরের কলেজ, কোনমতে খুঁড়িয়ে চলছে। শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পান না। তাই কেউই বেশী দিনের জন্য টিকে থাকেন না। কয়েক মাস পরেই উধাও হয়ে যান। ক্লাস হয়না নিয়মিত। তবুওতো কলেজ টা আছে বলে বেনুদের মত মেয়েদের কলেজে পড়া হচ্ছে।

চৈত্র দিনের সূর্য্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে, তবু তেজ কমেনি। বাতাসে আগুনের হল্কা। বৃষ্টি কি আসবে? আকাশের দিকে তাকায় সে মেঘের খোঁজে। কত দিন বৃষ্টিতে ভিজেনি, আজ খুব ইচ্ছা করছে। মন খারাপ বলেই কি?

সীমা আছে ওর সাথে প্রতিদিনের মতো। ওরা দুজন একই পাড়া থেকে আসে, পড়েও একই ক্লাসে। তাই কলেজে আসা যাওয়া হয় প্রায় এক সাথেই।

'পালোয়ান তোকে পছন্দ করেনা বলেই নাম্বার কম দিয়েছে। আগের স্যার থাকলে বাংলায় ঠিকই ফাষ্ট হতি।' বলে সীমা।

গাট্টা গোট্টা চেহারা বলে বাংলার শিক্ষক রাশেদ সাহেবকে সবাই পেছনে পালোয়ান বলে ডাকে।

'পালোয়ান বলে কি জানিস,' বেনু যোগ দেয় কথায়।'বলে, আমি খাতার পাতা গুনে নাম্বার দেই না।'

'তুই বলতে পারলি না, খাতার পাতা গুনে নাম্বার দিতে কে বলেছে? ওতে কি আছে, তা পড়ে নাম্বার দিন। বেশী লিখলেই কি লেখার গুন কমে যায়? বেটা অলস বলে পড়তে কষ্ট হয়, তাই লেখা না পড়েই আন্দাজে নাম্বার দেয়।' সীমা রেগে যায়।

'বাদ দে ও কথা। তোর ব্যাপার কি? পাশ করলি মাত্র তিনটাতে, বাকী গুলোতে ফেল।'

'চেষ্টা তো কম করি না রে, কিন্তু মাথায় যে কিছুই ঢুকে না। ঠিক করেছি, ফাইন্যাল পরীক্ষা দেব না। পড়া শুনা করে কি হবে বল, পড়লেও হাঁড়ি ঠেলা, না পড়লেও হাঁড়ি ঠেলা। তা হলে শুধু শুধু কষ্ট করে লাভ কি? আর কদিন পরে তো পড়া শুনা এমনিই বন্ধ হয়ে যাবে।'

সীমার বিয়ের কথা বার্তা চলছে। ছেলের শহরে দোকান আছে। মোটামুটি সচ্ছল।

'তোর তো পড়া শুনা না করলেও চলবে। আমাদের না করে তো উপায় নেই। তোর মতো ডানা কাটা পরী হলে তো কথা ছিল না।'

'তুই ডানা কাটা পরী না হয়েও যা দেখাচ্ছিস । নে, তোর বডি গার্ড এসে গেছে, আমি পালাই।' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করে সীমা।

কথাটা প্রথম বুঝতে পারেনি বেনূ। আড়চোখে পেছন তাকিয়ে দেখে, অন্যদিনের মতো বাশার আজও পেছন পেছন আসছে। সীমাদের বাড়ী এসে গেছে বলে সে বাড়ীর পথে পা বাড়ায়। আরো দশ বারোটা বাড়ীর পরে বেনুদের বাড়ী।

বাশার বেনুদের কলেজেই পড়ে। নানা ফন্দি ফিকির করে অন্য ক্লাস পেরিয়ে এলেও বি, এ তে এসে আটকে গেছে। কলেজের ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি। জেলা সদর থেকে নেতারা এলে পেছন পেছন ঘুরে। কলেজের শিক্ষকরা বেশ সমীহ করে ওকে।

বাশারকে বেনূ অনেক দিন থেকেই চেনে ছাত্র নেতা হিসেবে। কি কারনে একবার ছাত্র ধর্মঘট হয়েছিল। বেনু তখন দশম শ্রেনীতে পড়ে। ক্লাস চলছিল রোজকার মতো। হঠাৎ একটা মিছিল এসে থামলো ওদের স্কুল গেটে। হেডমিষ্ট্রেস আপা স্কুলের গেটে তালা দিতে বললেন দারোয়ান কে। দারোয়ান তালা লাগাচ্ছিল ভয়ে ভয়ে। এমন সময় মিছিল থেকে একটা ছেলে এসে দারোয়ানের চুল ধরে টেনে নিয়ে গেল বাইরে। ছেলেটাকে তখন চিনতোনা, এখন চেনে। শহরের সবাই চিনে টেরা বাশারকে।

রাস্তার মোড়ে হারিসের পান-বিড়ির দোকানে আজও আডডা জমেছে রোজকার মত। কেসেট প্লেয়ারে হিন্দি গান চলছে। বেনুকে দেখতেই এক ছোকরা'হাম তোমছে প্যায়ার হো গিয়া ...' বলে হেঁড়ে গলায় টান দিয়ে উঠলো। বাকীরা হো হো করে হেসে উঠলো। বেনুর গা সওয়া হয়ে গেছে এসব নিত্য শুনতে শুনতে।

পেছনের পদ শব্দটা এগিয়ে আসছে দ্রুত, এবং ধরে ফেললো ওকে।

'কিরে, পালোয়ান নাকি তোকে বকাবকি করছে? ব্যাটা হারামজাদার এত বড় সাহস !' বেশ উত্তেজিত মনে হলো বাশারকে।

'না বাশার ভাই, তেমন কিছু না।'

'তুই কিছু না বললেই, কিছু না হইয়া গেল?' বেনুর কথায় পাত্তা দেয় না বাশার।'বেশী দিন হয়নাই তো। তাই ব্যাটা এখনো মানুষ চিনে নাই।'

বেনুদের বাসা এসে গেছে।'আপনি স্যাররে কিছু বইলেন না বাশার ভাই', বলে ঘরের দিকে আগায় সে।

'তুই কইলেই ছাইড়া দিমু? টাইট না দিলে হারামজাদা মানুষ হইবো না', চিৎকার করে বলে বাশার।

ঘরে ঢুকেই মায়ের অগ্নিমুর্ত্তির সামনে পড়ে যায় বেনু।

'তুই আইজও শয়তান পোলাডার লগে আইছস ! তোরে কইছি ওর লগে মিশবি না। গেরামে থাকি, একটা বদনাম হইলে ...', ক্ষোভে কথা শেষ করতে পারেন না জামিলা বেগম।

'মা, বাবারে কইয়ো আমার একার লাইগা একটা আলাদা রাস্তা বানাইয়া দিতে', রেগে চিৎকার করে বলে বেনু।

- ২ -

বেনুর বাবা রমিজ উদ্দিন থানা বাজারের লাকী ফার্মেসিতে কাজ করেন। দোকানের মালিক ইমদাদ সাহেব বহু দিন থেকে ঢাকা বাসী। ইমদাদ সাহেবের বাবা রমিজ উদ্দিনকে ছোটকাল থেকে পালন করেছিলেন এতিম হিসেবে। রমিজ উদ্দিন আর ইমদাদ সাহেব মানুষ হয়েছেন এক সাথে। ইমদাদ সাহেব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। জীবনে অনেক উন্নতি করেছেন। ঢাকায় বড় চাকুরী করেন। ওনার বাবা মারা যাবার পর লাকী ফার্মেসির দেখাশোনার ভার পড়ে রমিজ উদ্দিন এর উপর। এবং সে দায়িত্ব আজ পর্য্যন্ত তিনি বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে যাচ্ছেন।

সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত ফার্মেসিতে থাকতে হয় রমিজ উদ্দিন কে। তাই সংসারের দেখাশুনার পুরো দায়িত্ব জামিলা বেগমের উপর। রমিজ উদ্দিন যে বেতন পান, তাতে সংসারে প্রাচুর্য্য না থাকুক, টানাটানিও ছিল না। স্বামী স্ত্রী দু জনেই অল্পতেই তৃপ্ত বলে সংসারে তেমন অশান্তি ও ছিলনা।

মাস দুয়েক আগে, দুপুরে ভাত খেতে আসলে স্বামীর চেহারা দেখেই জামিলা বেগম ধরে ফেললেন, কোন সমস্যা হয়েছে।

'তোমার চেহারাডা খারাপ লাগতাছে, কিছু হইছে?' স্বামীকে ভাত দিয়ে কথা পাড়েন জামিলা বেগম।

'তেমন কিছু না। দোকান থেইকা কিছু অষুধ চুরি হইছে। আমি ইমদাদ ভাইরে কি জবাব দিমু?'

'চোরে চুরি করছে, তুমি কি করবা? থানায় জানাইছ?'

'জানাইছি, কিন্তু কিছু করবো বলে মনে লয়না। আর করবেই বা কি। শুনছি, টেরা বাশারের দলের পোলারা চুরি করছে অষুধ। পুলিশরাও অগরে ডরায়।'

আজ রাতে খেতে বসে কথাটা আবার পাড়েন রমিজ উদ্দিন।'জামিলা, দোকানটা বোধহয় আর রাখতে পারুম না। বাশারের দলের পোলারা প্রায়ই চাঁদা নিত। এখন কইতাছে, মাসে এক হাজার টাকা কইরা না দিলে দোকানে আগুন ধরাইয়া দিব। মাসে এক হাজার টাকা... এত টাকা আমি দিমু কি কইরা আর দোকানডা গেলে সংসারডা চালামুইবা কি কইরা?' ক্ষোভে ভেঙ্গে পড়েন রমিজ উদ্দিন।

বেনু পড়ার টেবিল থেকে নীরবে শুনে যায় কথাগুলো। জামিলা বেগম গলা নামিয়ে স্বামীকে কিছু বলেন। সেটা শুনতে পায়না সে। পড়াতে মন বসেনা আর ওর।

কথাটা শুনেছে বেনুর ভাই রজব ও। নাইনে পড়ে সে। ভাই বোন একই টেবিলে পড়ে। না পড়েই বা উপায় কি। বাবার সামর্থের সীমা ওরা জানে।

'আপা, হারামজাদা বাশারের পেডে যদি ছুরি না ঢুকাইছি, আমার নাম রজব না।' ফিস ফিস করে বলে রজব।

'চুপ', বলে ভাইয়ের মুখ চেপে ধরে বেনু।

- ৩ -

টেষ্টের পরেও যে সব বিষয়ের সিলেবাস শেষ হয়নি, সে গুলোর ক্লাস চলছে। সীমার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে। সে আর কলেজে আসছেনা, তাই বেনুকে একাই কলেজে আসা যাওয়া করতে হয়। সীমার জন্য বেনুর মনটা খারাপ হয়। দু জনে আসা যাওয়ার পথে কত গল্প হতো। আর ভয়টাও কম লাগতো।

বাড়ী ফিরছে বেনু ক্লাসের পর, একা। কলেজে বন্ধুরা গল্প করছিল, ঢাকাতে নাকি র‍্যাব বলে কি একটা পুলিশ নেমেছে। মাস্তান দের ধরে সোজাসুজি গুলি করে মেরে ফেলছে। ওদের ভয়ে ঢাকা নাকি এখন মাস্তান শূন্য। মানুষ জন শান্তিতে আছে। র‍্যাব রা এখানে আসেনা কেন?

বেনু হাটে আর ভাবতে থাকে। আকাশ মেঘ করে আসছে। আষাঢ় মাসের বৃষ্টি। একবার শুরু হলে আর থামবে না। ওর ভাঙ্গা ছাতাতে মাথা বাঁচলেও গা বাঁচবে না।

নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে না বলে বাশার টের পাচ্ছে না কোন দিন ও কলেজে আসছে। তাই নিয়মিত পিছুও ধরতে পারছে না। থপ থপ থপ। পায়ের আওয়াজ টা শুনে না দেখেও বেনু বুঝে ফেললো, কে আসছে। 'নে, তোর বডি গার্ড এসে গেছে', সীমার কথাটা মনে পড়ে গেলো। আক্রোশে জ্বলছে বেনু। শয়তানটাকে একটা শিক্ষা দিতে হবে।

পাশে এসে গেছে আওয়াজটা।

'আমারে পাহারা দেওয়ার জন্য টাকা পয়সা দিতে পারুমনা কিন্তু', বাশারের দিকে না তাকিয়েই কথাগুলো বলে বেনু।

কথাটা শুনে থমকে দাড়ায় বাশার। তার পর ছুটে বেনুর সামনে এসে দাড়ায়, পথ আগলে। বাশার প্রথম ভেবেছিল, বেনু রসিকতা করছে। কিনতু বেনুর মুখ দেখে ধারনাটা ভেঙ্গে যায় ওর। বেনুর চোখে মুখে রাজ্যের আগুন।

'এইটা কি কইলা বেনু?'

'অন্যায় কিছু কইলাম? মানুষ, দোকানপাট পাহারা দিয়া টাকা কামান। মানুষ কি আর তা জানে না?'

'বেনু ....', ক্ষোভে, দুঃখে কথা হারিয়ে ফেলে বাশার।'বেনু, তুমি আমারে এই কথাডা কইতে পারলা?'

'পথ ছাড়েন' বলে বাশারকে এড়িয়ে এগিয়ে যায় বেনূ। বাশার পেছন পেছন হাটে, দুরত্ব রেখে।

রাস্তার মোড় এসে গেছে। আজও আডডা জমেছে রোজকার মত হারিসের পান-বিড়ির দোকানে।কেসেট প্লেয়ারে হিন্দি গান চলছে। বেনুকে দেখতেই অন্য দিনের মতো সেই ছোকরা হেঁড়ে গলায় টান দিয়ে উঠে,'হাম তোমছে প্যায়ার হো গিয়া ...।' হাসির হল্লা উঠে রোজকার মত।

পেছনের পদ শব্দটা তীরের মতো ছুটে গেল সামনে। বাশারের একটা হাত সাড়াসি হয়ে দ্রুত বেগে ধরে ফেললো ছেলেটার চুলের গোছা। টেনে আনলো সামনের দিকে। সমস্ত হই চই থেমে যায় মুহুর্ত্তের মধ্যে।

'হারামজাদা, রোমিও হইছ ! কাম নাই, কাজ নাই ....। আর কোন দিন যদি এহানে আড্ডা দিতে দেহি, ঘাড়ের উপর কল্লা লইয়া বাড়ীত যাইতে দিমু না। আর একখান কথা, লাকী ফার্মেসির ধারে পাশে যেন কোন হালারে না দেহি।'

বেনু থামে না। চলতেই থাকে সামনে। বাশারের চিৎকারের প্রতিটা শব্দ কানে আসে ওর। বৃষ্টি এসে গেছে ঝম ঝম করে। ভাঙ্গা ছাতাটা আর খোলেনা সে। কিইবা হবে খুলে?

- ৪ -

জামিলা বেগমের সামনে চাটাইতে বসে আছে বাশার। বাইরে শ্রাবনের বৃষ্টি ঝরছে অবিরল ধারায়। ঢাকায় চাকরী হয়েছে তার। বিদায় নিতে এসেছে সে।

বাশারকে দেখে দরজা খুলতে চাননি জামিলা বেগম। ভেতর থেকেই ভয়ে ভয়ে বললেন,'কি চাও?'

'খালাম্মা, ঢাকা চইলা যাইতাছি আইজ। বিদায় লইতে আইলাম ।' ছাতার নীচ থেকে বলে বাশার।'বহুত অন্যায় করছি, মাপ কইরা দিয়েন।'

মনটা একটু নরম হয় জামিলা বেগমের।'ঘরে আহ, বৃষ্টিতে ত একবারে ভিজা গেলা।' দরজা খুলে ধরেন তিনি।

'খালাম্মা, চাকরিডা ভালা।' বসতে বসতে বলে বাশার।' ঢাকার গুলশানে বিরাট অফিস। ভাবলাম, কি হইবো পড়া শুনা কইরা। দেশের যা অবস্থা, চাকরীডাও ভালা .....।'

'তোমাগো এত জাগা জমি, ঠিকমত চাষ করলে খোরাগি অইয়া বাঁচার কথা।'

'বাপে অসুখে পড়লো। ঠিকমত দেখাশুনা করতে পারে না।'

'তাতে কি, তুমি জোয়ান ছেলে। তুমি ত দেখতে পার।'

'খালাম্মা, জীবনে কোন দিন হাল ধরি নাই। চাষ বাস আমারে দিয়া অইবো না। চাকরীই ভালা। দশটা পাঁচটা অফিস, কোন ঝামেলা নাই।'

রান্না ঘর থেকে এক পেয়ালা চা নিয়ে ঢুকে বেনু। বিনা বাক্য ব্যায়ে কাপটা রাখে বাশারের সামনে। সেদিনের ঘটনার পর আজ প্রথম দেখল ওকে। একটু দুরে গিয়ে মেঝেতে বসে সে।

'নাও, চা খাও', বলেন জামিলা বেগম।

'খালাম্মা, বহুত অন্যায় করছি, মাপ কইরা দিয়েন। কাজের চাপে আর কোন দিন আইতে পারুম ঠিক নাই।'

'বেনু, বাশাররে শুধু চা দিলি। দেখ ত মা, বিস্কুট টিস্কুট আছে নাকি।'

'না না, লাগবো না।' বলে বাশার।

বেনু বিস্কুট খুজতে রান্না ঘরে চলে যায়।

'বেনুর ত বিয়া ঠিক অইয়া গেল।' হঠাৎ করে বলে ফেলেন জামিলা বেগম।' ছেলে সৌদিতে থাকে। ভালা চাকরী করে।'

'খুব ভালা' খালাম্মা, খুব ভালা। খুব খুশী হইলাম শুইনা।' নিজের গলার স্বরটাই অচেনা মনে হয় বাশারের।

'না মা, বিস্কুট নাই' বলে ঘরে ঢুকে আবার আগের যায়গায় বসে পড়ে বেনু।

'খালাম্মা, যাই। খেয়া নৌকা ধইরা ইষ্টিশানে যাইতে অইবো। দেরী করলে নৌকা পামু না, ট্রেন মিস অইয়া যাইবো।'

দাঁড়ায় বাশার। বেনু ওর যায়গায় অচল হয়ে বসে থাকে পাথরের মত। বাশার ডান হাত পকেটে দিয়ে কি ভাবে নিমগ্ন হয়ে।

'যাও বাবা, দোয়া করি যেন উন্নতি হয়।' জামিলা বেগমের কথায় চমকে উঠে সে।

জামিলা বেগমকে পা ছুয়ে কদমবুছি করে বেরিয়ে পড়ে বাশার। একটু দুর এসে পেছনে তাকায় সে। দমকা বাতাসে ছাতা সরে যায় মাথার উপর থেকে। বৃষ্টির ছাটে ওর সারা মুখ ভিজে যায়। বন্ধ দরজা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

- ৫ -

শওকতের সাথে যাচ্ছে বাশার খেয়া ঘাটের পথে। পাকা রাস্তা পেরিয়ে কাঁচা রাস্তা। বৃষ্টিতে ভিজে কাদায় কাদা ময়। দু জনের জুতো আর কাপড়ের অবস্থা শোচনীয়। ছাতা থাকলেও শরীর ভিজে একশা।

'দোস্ত, মনে হইতাছে তোরে ফাঁসিতে ঝুলাইতে লইয়া যাইতাছি।' নীরবতা ভাঙ্গে শওকত। 'বুঝছি, কোনদিন বাপ মারে ছাইড়া যাস নাই ত। একটূ খারাপ লাগবোই। আমারো লাগতো। মাস খানেক পার হইয়া গেলে বাড়ীর কথা মনেই পড়বো না।'

বাশার নিঃশ্চুপ হাটতে থাকে।

'বি-এ, এম-এ পাশ কইরা কি অইবো? ক' কি অইবো? কে তোরে চাকরী দিব? সিকিরুটির চাকরী, যত খারাপ ভাবছস, তত খারাপ না। দিনে ঘুম, রাত্তিরে পাহারা দিবি। মাঝে মাঝে ফাই ফরমাশ খাটবি। সাহেব গোরে খুশী রাখবি। মাস কাবারে পাঁচ শ' টাকা। এই বাজারে পাঁচ শ' টাকা ফেলনা না। কোন খরচ নাই । টাকা জমাইয়া এক দিন সৌদি না হয় জাপান চইলা যাবি। ফেরৎ আসলে তোর দাম তোলা তোলা।'

বক বক করতে থাকে শওকত। কোন উত্তর দেয়না বাশার। নীরবে হাটতে থাকে।

ঝড়ো বাতাসে সিগারেট ধরাতে কষ্ট হয়। অনেক কসরৎ করে সিগারেট ধরায় শওকত। কয়েকটা টান দিয়ে এগিয়ে দেয় বাশারের দিকে।'নে, খা।'

'না রে শওকত, সিগারেট আর খামু না।' উদাশ গলায় বলে বাশার।

খেয়া ঘাটে চলে এসেছে ওরা দু জন। দেখে, আরও দু জন লোক অপেক্ষা করছে সেখানে নৌকার জন্য। তারা চিনে বাশার কে। সালাম দেয় সমীহ করে।

'ভাই, কই যাইবেন?' জিজ্ঞেস করে ওদের এক জন।

কোন উত্তর দেয়না বাশার । ঘড়ি দেখে, বিকাল প্রায় তিন টা। চারটার মধ্যে নৌকা না আসলে ট্রেন ধরতে পারবেনা আজ।

'নদীতে বড় স্রোত। আইজ বোধ হয় নৌকা আইবো না।' বলে অন্য জন।

আকাশের দিকে তাকায় বাশার । বৃষ্টি ধরে আসছে একটূ একটূ করে। আকাশটা একটু পরিষ্কার হয়ে আসছে। নৌকা কি আসবে, মনে মনে ভাবে সে ।

কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ ঝোপের দিকে এগিয়ে যায় বাশার।

'কই যাইতাছস?' প্রশ্ন করে শওকত।

'আইতাছি' বলে ঝোপের আড়ালে চলে যায় বাশার।

একটা গাছের নীচে দাড়ায় বাশার ছাতাটা গাছে ঠেকিয়ে। পকেটে হাত দিয়ে বের করে চিঠি টা। অনেক বার পড়া চিঠিটা পড়ে আবার।

বেনু,

শওকত আমার জন্য একটা দারোয়ানের চাকরী ঠিক করেছে ঢাকায়। জীবনে অনেক বড় হবার আশা ছিল। মানুষের সব আশা কি পুরন হয়?

আমার সামনে দুটো পথ - একটা, অন্ধকারে ডুবে যাওয়া । অন্যটা, খড় কূটো যা পাই, তা ধরে যুদ্ধ করে বাঁচা। আমি অন্ধকারের কাছে আত্মসমর্পন করতে চাই না, বেনু। আমার একা যুদ্ধ করার শক্তি নাই। তুমি কি আমার পাশে এসে দাড়াবে?

যদি রাজী থাক, তবে আমি তোমাদের ঘর থেকে বেরুবার পনেরো মিনিটের মধ্যে তুমি তোমাদের ঘরের সামনে একটু ক্ষনের জন্য এসে দাড়াবে। আমি দুর থেকে দেখে চলে যাব। জানবো, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

ইতি / বাশার

বৃষ্টি ধারা পড়ছে চিঠিটার উপর টপ টপ করে। কালি লেপটে যাচ্ছে একটু একটু করে, এক একটি শব্দের। ধীরে ধীরে সব অক্ষর গুলো অস্পষ্ট হয়ে যায়।

- ৬ -

বাশার চলে যাবার সাথে সাথে মনটা উদাশ হয়ে যায় বেনুর। এতটা নিষ্ঠুর সে হতে পারলো কি করে? ভাল মন্দ নিয়েই তো মানুষ। কালকের খারাপ মানুষটা কি আজ ভাল হয়ে যেতে পারে না? কি ক্ষতি হতো একটু কথা বললে?

সন্ধ্যা বোধহয় হয়ে এল বলে। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষন। উঠানে নেমে আসে সে। কালো মেঘের গন্ডী ভেঙ্গে উঁকি দিচ্ছে এক টুকরা নীলাকাশ। তার গন্ডীতে কেউ যেন বুলিয়ে দিয়েছে একটু রূপালী রং এর প্রলেপ।

রূপালী রং পরিবর্ত্তিত হয়ে যায় কমলাতে, ধীরে ধীরে। তার পর ছাই রং এ। শ্রাবনের আঁধার নামে একটু একটু করে।

'সন্ধ্যা হইয়া গেছে, ঘরে আয় মা।' বেনুকে ঘরে ডাকেন জামিলা বেগম।

কোন উত্তর দেয়না বেনু। মায়ের উপর ভীষন রাগ হয় ওর। মা কেন বিয়ে নিয়ে মিথ্যা কথাটা বলতে গেলো?

দুরে, অনেক দুরে চোখ পড়ে যায় ওর। একটা বিন্দু বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে। কেউ যেন আসছে।

বেনু কি অপেক্ষা করবে?